গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

সংস্থা প্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি
সচিব
তারিখ : ২২/৯/২০১৫ খ্রিঃ
সময় : বিকাল ৩:০০ ঘটিকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

সভার শুরুতে উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ২৩/৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদিঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৪.১	এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্তুত করণ।	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর কাযালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে সচিব মহোদয় কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব মহোদয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে, APA বাস্তবায়ন বিষয়ে গত ১৫/৬/২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে টিম প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সকল সংস্থা হতে APA এর অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ নিশ্চত করবেন। APA এর অগ্রগতি কাযক্রম সম্পর্কে প্রত্যেক সমন্বয় সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) উপস্থাপন করবেন মর্মে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট ও উপসচিব (মৎস্য-১) সভাকে অবহিত করেন যে, APA এর একটি অন্যতম অংশ হলো মন্ত্রণালেয়ের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা। এ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অনেক তথ্যই এখন পর্যন্ত ওয়েবসাইটে দেয়া সম্ভব হয়নি। যেমন- এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আইন (নিকস ফন্টে টাইপ করে), বিভিন্ন কমিটির তথ্য, অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন টেন্ডার নোটিস ইত্যাদি হালনাগাদ তথ্য। তাই সকল অধিদপ্তর থেকে হালনাগাদ সকল তথ্য এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্টের নিকট দ্রুত প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। অপরদিকে, এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের হালনাগাদ (প্রকল্পের নাম, মেয়াদ, বরাদ্দ, বাস্তবায়নাধীন এলাকা ইত্যাদি) তথ্য এ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কোষ থেকে	আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের APA-এর কাযক্রমের অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রদানের জন্য সকল অধিদপ্তর থেকে হালনাগাদ তথ্য এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্টের নিকট দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
		আইসিটি ফোকাল পয়েন্টের নিকট দ্রুত প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৪.২	আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি।	উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, **(ক) <u>''মৎস্য কোয়ারেন্টাইন আইন, ২০১৫'':</u>** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। **(খ) <u>প্রস্তাবিত ''মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৫:</u>** ''মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৪ এর উপর মতামত প্রদানের জন্য গত ১৬/০৮/২০১৫ তারিখে অর্থ বিভাগে তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ''মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ)'' বিধিমালা সংশোধনের জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে বিদ্যমান অধ্যাদেশ সংশোধনের জন্য মতামত দেয়া হয়েছে। **(গ) <u>''পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা, ২০১২'':</u>** লেজিসলেটিভ বিভাগ উক্ত বিধিমালার একটি প্রাথমিক খসড়া (Rudimentary draft) প্রস্তুত করে মতামতের জন্য প্রেরণ করেছে। প্রস্তুতকৃত উক্ত বিধিমালার উপর মতামত প্রদানের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে খসড়া প্রেরণ করা হয়েছে। **(ঘ) <u>''বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৪'':</u>** ''বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৫'' এর সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হচ্ছে। **(ঙ) <u>''গো-চারণ ভূমি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নীতিমালা,২০১২'':</u>** সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সমবায় গো-চারণ ভূমি নীতি, ২০১১ এ ঘাস চাষ বৃদ্ধির জন্য আরো কোন ধারা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সার-সংক্ষেপ প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(চ) <u>The Cruelty To Animal Act,1920 শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ</u>** প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৫ এর উপর মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আইনটি উন্মুক্ত করা হয়। গত ২১/০৭/২০১৫ ও পরবর্তিতে ০৬/০৮/২০১৫ পর্যন্ত মতামতের জন্য উন্মুক্ত রাখা হলেও কোন মতামত পাওয়া যায়নি। **(ছ) <u>অবৈধ কারেন্ট জালঃ</u>** ইতোমধ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে ৪০৭/২০১৫ নং রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। **(জ) <u>ডেইরী ও দুগ্ধজাত নীতিমালাঃ</u>** এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের	**(ক)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(খ)** অর্থ বিভাগের মতামত সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(গ)** এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে মতামত দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঘ)** এ বিষয়ে দ্রুত সার-সংক্ষেপ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঙ)** সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সমবায় গোচারণ ভূমি নীতি-২০১১ এ কোন ধারা সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে দ্রুত মতামত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(চ) এ বিষয়ে** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ছ) কারেন্টজাল জব্দকরণ ও কারখানা সীলগালা করার জন্য রিট মামলা হয়। হাইকোর্ট বিভাগ সীলগালা কারখানা খুলে দেয়ার ব্যাপারে গত ২৯/৯/২০১৫ তারিখ শুনানী না হওয়ায় আগামী ০৫/১১/২০১৫ তারিখ শুনানী অনুষ্ঠিত হবে।** **(জ) এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর**	DG, DLS/ DG, DOF/ অতিঃ সচিব/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ)/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
		জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **(ঝ) <u>সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাঃ</u>** এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	**থেকে** প্রস্তাব **দ্রুত** মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঝ) এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে** প্রস্তাব **দ্রুত মন্ত্রণালয়ে** প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	
৪.৩	জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন।	এ মন্ত্রণালয়ের যেসকল কর্মকর্তা এখনো FCDI প্রকল্প এলাকার কার্যক্রম পরিদর্শন করেননি তাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে পরিদর্শনপূর্বক সচিব বরাবর প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সভাপতি মহোদয় পুনঃ নির্দেশনা প্রদান করেন। আগস্ট ২০১৫ মাসে কোন পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	FCDI প্রকল্প নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
৪.৪	মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে (প্রাইভেট চ্যানেলসহ) টক-শো প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।	**<u>মৎস্য অধিদপ্তরঃ</u>** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ৩০/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ৭:০০ ঘটিকায় "বাংলাদেশ টেলিভিশন" এর জনপদের খবরে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এর উপস্থিতিতে **উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের** আওতায় বানিয়াখালী শ্মশানঘাট সংলগ্ন ভদ্রা মরা নদীতে পোনামাছ অবমুক্তকরণের সচিত্র প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। বিগত ২৪/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখ রাত ৮:০০ ঘটিকায় "মিলেনিয়াম টেলিভিশন" এ গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় **উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের** আওতায় পোনামাছ অবমুক্তকরণের সচিত্র প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিদিন সকাল ৭:৩০ মিনিটে ''বাংলার কৃষি'' অনুষ্ঠানে ৫ মিনিট ব্যাপী মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। বিগত ১৯/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখ সন্ধ্যা ৭:১০ ঘটিকায় বাংলাদেশ বেতারে 'দেশ আমার মাটি আমার' অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক সময়ে মাছের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার বিষয়ে কথিকা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। বিগত ১৫ দিনে সন্ধ্যা ৬:০৫ ঘটিকায় বাংলাদেশ বেতার এ 'সোনালী ফসল' অনুষ্ঠানে মাছ চাষ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। বিগত ৩১/০৮/২০১৫ খ্রি. তারিখ দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকায় খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এর উপস্থিতিতে উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন এবং পোনা অবমুক্তকরণ প্রকল্পের আওতায় বানিয়াখালী শ্মশানঘাট সংলগ্ন ভদ্রা মরা নদীতে পোনামাছ অবমুক্তকরণের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। **<u>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ</u>** মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-৭৮(১)/২০০৭/ ৩৬৪(১)/১ সংখ্যক স্মারকে শ্রাবণ-আশ্বিন/১৪২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ''দেশ আমার মাটি আমার'' এবং 'সোনালী ফসল' প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ''দেশ আমার মাটি আমার'' অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ শ্রাবণ মাসের	সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেতার ও টেলিভিশনে নিয়মিত ও অধিক প্রচারের পাশাপাশি বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে সংগৃহীত বিষয়াদি নিয়ে টক-শো আয়োজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DoF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
		৫ম সপ্তাহে ছাগলের পুষ্টি জনিত সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে, ভাদ্র মাসের ১ম সপ্তাহে স্বাস্থ্য সম্মত পশু জবাই নিয়মাবলী সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে দুগ্ধ খামারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে বাছুরের পুষ্টিহীনতা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ও ৪র্থ সপ্তাহে গবাদিপশুর এনথ্রাক্স ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ''সোনালী ফসল'' অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা-৬.০৫ মিঃ ভাদ্র মাসের ১ম সপ্তাহে দুস্থ মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য ছাগল পালন সম্পর্কে ২য় সপ্তাহে গো-খাদ্য হিসাবে ভূট্টা চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে ৩য় সপ্তাহে বর্ষাকালীন রাজহাঁসের রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে এবং ৪র্থ সপ্তাহে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা দমনে জীব নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে।		
৪.৫	অডিট আপত্তি।	উপসচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, বিগত ২৩/৮/২০১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণকে ক্রমপুঞ্জিভুত অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকল্পে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে বিভাগ ওয়ারী কাযপত্র প্রেরণের জন্য গত ০৬/৯/২০১৫ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। সংস্থাপ্রধানদের চিঠি দিয়ে হালনাগাদ অডিট আপত্তির সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা থেকে অডিট আপত্তির সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪)
৪.৬	পেনশন কেইস দ্রুত নিস্পত্তি।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ''সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।'' এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে, **<u>প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ</u> আগস্ট**-২০১৫ মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০২ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৫ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। **<u>মৎস্য অধিদপ্তরঃ</u>** চলতি মাসে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ০২টি পেনশন কেইস নিস্পত্তি করা হয়েছে।	অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিস্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১)
৪.৭	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ।	উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সমন্বয়ে গত ০১/৯/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ **(১)** মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট তাদের অধীনস্থ হলুদ প্লেটের প্রতিটি গাড়ীর কাগজপত্রসহ তালিকা "ছক" আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। **(২)** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নিকট সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপনের নিমিত্ত মৎস্য ও	এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার হলুদ প্লেটের গাড়িগুলো নিস্পত্তির জন্য দ্রুত কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
		প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সকল তথ্য উপাত্তসহ একটি সার-সংক্ষেপের খসড়া প্রেরণ করবে। **(৩)** হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলো নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড একটি স্থায়ী আদেশ জারি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। উক্ত সভার (১) নং ক্রমিকে বর্ণিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হলুদ প্লেটের যানবাহনগুলো মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি গাড়ীর বিবরণ ও কাগজপত্রসহ তালিকা প্রেরনের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৭/৯/২০১৫ তারিখে সংস্থাসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে।		
৪.৮	মানব সম্পদ উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম।	বিগত সরকারের ০৫ বছর মেয়াদে এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/ সভা/ সিম্পোজিয়াম ইত্যাদিতে (ছবিসহ) অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবসম্পদের যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার তথ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করায় এ কাজের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে সচিব মহোদয় ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য নির্ধারিত ফরমে তথ্য সংগ্রহের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য নির্ধারিত ফরমে ছকানুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপপরিচালক, মপ্রাতদ/ উপসচিব (প্রশাসন-২)

অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

৫। মৎস্য অধিদপ্তরঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাসত্মবায়নে
৫.১	মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত।	উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।
৫.২	মৎস্য অধিদপ্তরের ক্ষেত্রসহকারীদের জন্য ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মৎস্য অধিদপ্তরের ক্ষেত্র সহকারীদের জন্য মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণের আওতায় বিগত ১৬/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটউট, চাঁদপুর, মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর এবং মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ফরিদপুর এ ডিপ্লোমা ইন ফিশারিজ (ইন সার্ভিস) শিক্ষাক্রমের নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়েছে।	বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১/ বাজেট)
৫.৩	মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।	উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, এ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৯/৮/২০১৫ তারিখে ৪৫৫ সংখ্যক পত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।	বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৬.১	ক্ষুদ্র মাঝারি ও বড়	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাকে	দেশের সকল বেসরকারি খামার,	DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-

<table>
<tr><th>নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td>পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন।</td><td>অবহিত করেন যে, আগস্ট,২০১৫ পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

<table>
<tr><td>খামার</td><td>জুন/ ১৫ পর্যন্ত</td><td>জুলাই ও আগষ্ঠ/১৫</td><td>আগস্ট/১৫ পর্যন্ত সর্বমোট</td></tr>
<tr><td>গাভীর খামার</td><td>৫৭,৯৩৭</td><td>২৩</td><td>৫৭,৯৬০</td></tr>
<tr><td>ছাগলের খামার</td><td>৩,৯০১</td><td>-</td><td>৩,৯০১</td></tr>
<tr><td>ভেড়ার খামার</td><td>৩,৬১১</td><td>-</td><td>৩,৬১১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬৫,৪৪৯</td><td>২৩</td><td>৬৫,৪৭২</td></tr>
<tr><td>ব্রয়লার খামার</td><td>৫৩,৮৩৪</td><td>-</td><td>৫৩,৮৩৪</td></tr>
<tr><td>লেয়ার খামার</td><td>১৮,৩০৫</td><td>২৪৭</td><td>১৮,৫৫২</td></tr>
<tr><td>হাঁস খামার</td><td>৭,৬৭৭</td><td>-</td><td>৭,৬৭৭</td></tr>
<tr><td>হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক</td><td>১৪৩</td><td>-</td><td>১৪৩</td></tr>
<tr><td>মোট হাঁস-মুরগীর খামার</td><td>৭৯,৯৫৯</td><td>২৪৭</td><td>৮০,২০৬</td></tr>
<tr><td>সর্বমোট খামার</td><td>১,৪৫,৪০৮</td><td>২৭০</td><td>১,৪৫,৬৭৮</td></tr>
</table>
পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে।

(ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ফিড মিল জুন/২০১৫ পর্যন্ত ৯৬টি রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে এবং ৪৫টি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন)টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খামারের রেজিস্ট্রেশন ফি পুনঃনির্ধারণের লক্ষ্যে পশুরোগ বিধিমালা-২০০৮ এর ১৯(১) ধারা সংশোধনের প্রস্তাব এ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য-২ (আইন) অধিশাখা হতে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।</td><td>ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।</td><td>২)/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)</td></tr>
<tr><td>৬.২</td><td>ঝিনাইদহে ভেটেরিনারি কলেজের নিয়োগ।</td><td>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত লিখিত পরিক্ষা আগামী ১৬/১০/২০১৫ তারিখ নির্ধারণ করে কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।</td><td>দ্রুত নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।</td><td>যুগ্মপ্রধান/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ DG, DLS</td></tr>
</table>

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৬.৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে পদসৃজন ও অন্যান্য প্রকল্পের জন্য রাজস্বখাতে পদসৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সওব্য) মহোদয়ের সভাপতিত্বে আগামী ১৮/১০/২০১৫ তারিখে সভা আহ্বান করা হয়েছে।	বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১)
৬.৪	গরু রিষ্টপুষ্টকরণ।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে গরু রিষ্টপুষ্টকরণে নিষিদ্ধ স্টেরয়েড ব্যবহার প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় ইউনিয়ন পর্যন্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়মিত মনিটরিং ও যোগাযোগের সুবিধার্থে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে গরু রিষ্টপুষ্টকরণ খামারীর তালিকা প্রণয়ন এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক খামারী প্রতিনিধিদের নাম ঠিকানাসহ তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরাপদ পদ্ধতিতে কোরবানীর গরু রিষ্টপুষ্টকরণ সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ এবং টিভি স্ক্রলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১৭ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সদয় উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে বৃহত্তর আঙ্গিকে ''নিরাপদ মাংস নিশ্চিতকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভূমিকা'' বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া নিরাপদ গো-মাংসের বাৎসরিক অভ্যন্তরিন চাহিদা পূরণে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৪/০৯/২০১৫ ইং তারিখের নং- ১৮৪০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে।	গরু রিষ্টপুষ্টকরণ কাজে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার প্রতিরোধকল্পে ইউনিয়ন পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রচারনা, স্টেরয়েড ক্রয়-বিক্রয় প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আসন্ন কোরবানি উপলক্ষ্য পশুর হাটে গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরিক্ষার জন্য ভেটেরিনারি সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	DG, DLS/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

৭। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা/ অগ্রগতি	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৭.১	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে কর্মরত ১১+৪=১৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদের অনুমোদন।	উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের ১১টি পদ ভূতাপেক্ষভাবে সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি এবং উক্ত সম্মতি পত্রে প্রদত্ত শর্তানুযায়ী এ মন্ত্রণালয় হতে ০৬/৫/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সদয় সম্মতির জন্য সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ১১/৫/২০১৫ তারিখের	বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপসচিব (প্রাস-২)

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা/ অগ্রগতি	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
		পত্রে প্রস্তাবটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বেতন স্কেল নির্ধারণ সংক্রান্ত পত্র ও অর্গানোগ্রামের কপি (প্রস্তাবিত পদগুলি ভিন্ন কালিতে প্রদর্শনসহ) সংযুক্ত করে প্রেরনের জন্য অনুরোধ করে। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৭/৫/২০১৫ ও ২৭/৫/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের পদসমূহের নাম, পদ সংখ্যা, বেতন স্কেল ও গ্রেড উল্লেখপূর্বক স্কেল ভেটিং এর প্রস্তাব প্রেরণের জন্য রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে অনুরোধ করা হয় রেজিস্টার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল গত ৩০/৬/২০১৫ তারিখে ১০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বেতন স্কেল ও গ্রেডের প্রস্তাব প্রেরণ করলে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৮/৭/২০১৫ তারিখে ১০টি পদের বেতন স্কেল অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিং নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।		

৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৮.১	নিয়োগবিধি অনুমোদন।	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৬/৫/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১১শ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।	বিষয়টি Followup করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

৯। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
৯.১	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি।	উপসচিব (মৎস্য-৫) সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে।	বিষয়টি Followup করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫)

১০। বিবিধঃ

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১০.১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও	**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও	সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট

<table>
<tr><th>নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন।</td><td>
পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১। বহিঃবিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে মাংস রপ্তানী নিম্নরুপঃ
<table>
<tr><th>জুলাই/১৪ হতে জুন /১৫ পর্যন্ত বিদেশে মাংস রপ্তানী</th><th>জুলাই ও আগষ্ঠ/১৫ বিদেশে মাংস রপ্তানী</th><th>সর্বমোট বিদেশে মাংস রপ্তানী</th></tr>
<tr><td>১,১৪,২৬৪.৮০ কেজি</td><td>-</td><td>১,১৪,২৬৪.৮০ কেজি</td></tr>
</table>
২। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ
<table>
<tr><th>জুলাই/১৫ মাসে সিমেন উৎপাদন</th><th>আগষ্ঠ/১৫ মাসে সিমেন উৎপাদন</th><th>সর্বমোট সিমেন উৎপাদন</th></tr>
<tr><td>২,৪২,১৩৯ মাত্রা</td><td>৩,১৯,৪৮৩ মাত্রা</td><td>৫,৬১,৬২২</td></tr>
</table>
২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ
<table>
<tr><th>জুলাই/১৫ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা</th><th>আগষ্ঠ/১৫ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা</th><th>সর্বমোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>১,৯৪,৯৯৩ টি</td><td>২,৬৪,৪২৬ টি</td><td>৪,৫৯,৪১৯ টি</td></tr>
</table>
৩। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় পনির উৎপাদনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।
৪। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের দুধ মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ২৯৭টি মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ২৯ টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। এ ছাড়া জুলাই ও আগষ্ঠ/২০১৫ মাসে মহিষের ৩২টি কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে এবং ০৮টি বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। জাত উন্নয়নের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলছে।
৫। সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ভেড়া পালনকারীদেরকে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪৯টি উপজেলায় ৪,৮৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে ৪৮৬০ টি ভেড়ার খামারের উন্নয়ন হয়েছে। এ ছাড়া ২৯ টি জেলায় দরিদ্র ভেড়ার খামারীদের সেড নির্মানে সহায়তা হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং জেলায় ৭৮ জন সফল ভেড়ার খামারীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৩০০ খামারীকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্যে নিষিদ্ধ হেভীমেটাল (ক্রোমিয়াম), কেমিক্যালস (ফরমালিন), ঔষধ ইত্যাদি ভেজাল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। তদনুযায়ী প্রশাসনের সহযোগিতা ও বিভাগীয় উদ্যোগে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারনা, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য উৎস্যে ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিদর্শন/ মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য
</td><td>নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।</td><td>কর্মকর্তাগণ।</td></tr>
</table>

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে

নমুনা পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। আগষ্ট/২০১৫ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা - ৭৩ টি
২। জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান - ৫,৬৫,১০০ কেজি
৩। বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান - ৪৭,৮০০ কেজি
৪। মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা - ৩২ জন
৫। আদায়কৃত জরিমানার পরিমান - ১৯,৪৪,০০২ টাকা
৬। খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা - ৪১৭ টি
৭। পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণঃ

Establishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

মৎস্য অধিদপ্তরঃ- ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। বিগত চার বছরে হিমায়িত (Frozen) মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ নিম্নরূপ:

আর্থিক বছর	মোট পরিমান (মে.টন)	মূল্য (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)
২০১১-১২	৬৩,৫২০.২৬	৫১৩.২৮
২০১২-১৩	৬১,৭৬৭.৯৯	৪৭৪.৯৩
২০১৩-১৪	৫৯,৩১২.৮৪	৫৭৩.৯৯
২০১৪-১৫ এপ্রিল মাস পর্যন্ত	৫৪৯৩৪.৩৮	৫৪১.৮০

বিগত চার বছরে বরফায়িত (Chilled)মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ নিম্নরূপ:

আর্থিক বছর	মোট পরিমান (মে.টন)	মূল্য (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)
২০১১-১২	১৯,০২৬	৬৬.২২
২০১২-১৩	১১,৮৩১	৩১.৭৫
২০১৩-১৪	৫০২১.২২	১১.৪৭
২০১৪-১৫ এপ্রিল মাস পর্যন্ত	১১৬২৯.৩০	২২.৭৬

এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী।
বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণে ইতিমধ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ইলিশের উৎপাদন ২ লক্ষ ৯৮ হাজার মে. টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ০৩ লক্ষ ৫১ হাজার মে. টন উন্নিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে এ উৎপাদন ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
		মে. টনে উন্নিত হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Value Added করে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পাঠানো হয় যেমন- Cooked, Chilled, Frozen, Smoked, head on shell on, Peeled and divine ইত্যাদি। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের প্রায় ৭০% ভাগই Value Added হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ হতে দেশের বাইরে কাঁকড়া, কুচিয়া ইতিমধ্যে রপ্তানি করা হয়েছে। বিগত অর্থ বছরে (২০১৩-১৪) কাঁকড়া, কুচিয়া রপ্তানির পরিমাণ ছিলঃ ৭,৭০৬.৯১ মে. টন ও মূল্য ছিল ২,১২,২২,৫২৭.০০ ইউ,এস, ডলার। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩১/৩/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বিপন্ন প্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বিগত ০৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৫৪৩টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ০৫ বছরে স্থাপিত ৫৪৩টি অভয়াশ্রমসহ দেশব্যাপি প্রায় ৫৫০টি অভয়াশ্রম স্থানীয় সুফলভোগী কর্তৃক সফলতার সহিত পরিচালিত হচ্ছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা- চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংড়া, মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু, পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় "মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প" জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। রপ্তানিযোগ্য মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে পিসিআর (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।		
১০.২	বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	উপসচিব (বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ০৭/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এর সভাপতিত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিকট প্রাপ্য বকেয়া করের একটি তালিকা উপস্থাপন করেন। উক্ত তালিকায় এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নবর্ণিত সংস্থার নিকট নিম্নবর্ণিত পরিমাণ ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া আছেঃ (ক) মৎস্য অধিদপ্তর = ৬৪৩৪৮৭৭৫/- (খ) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর = ১৩৪৩৮৭৬/- (গ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমি = ১০৫১৪/- **সর্বমোট = ৬৫৭০৩১৬৫/-** (ছয় কোটি সাতান্ন লক্ষ তিন হাজার একশত পয়ষট্টি টাকা)। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন জেলা দপ্তরসমুহে, উপজেলা দপ্তর সমুহে এবং ঢাকা চিড়িয়াখানার বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে।	বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ ও এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার ভূমির মালিকানা নির্ধারণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	DG, DLS/ DG, DOF/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/ অতিঃসচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ উপসচিব (বাজেট)

নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
		মৎস্য অধিদপ্তরঃ মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ভুমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১১৭.২২.০০১.১৪.৯২৬ তারিখ ১/০১/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ১৭টি ইউনিটে পত্র দিয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, ১৪২০ বাংলা সন পর্যন্ত কোন দপ্তরে ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া নাই। চলতি ১৪২১ সালে "৩-৪৪৩১-০০০০-৪৮১১-কোডে ২৪টি দপ্তরে ১,৭০,২৫০/-টাকা এবং "৩-৪৪৩২-০০০৭-৪৮১১-কোডে ৩৭টি দপ্তরে ৪,৫১,০১৮/-টাকার চাহিদা রয়েছে। যা ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উপরন্ত ৪৪৩১ কোডে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট-এর দপ্তরে মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাংলা ১৪১৭-১৪২০ সাল পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি এবং ৪৪৩২ কোডে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মীরসরাই, চট্টগ্রাম (মীরসরাই মিনি হ্যাচারি)-এর দপ্তরে বাংলা ১৩৯৬-১৪২০ সাল পর্যন্ত ৪,৭০,৫৯৯/-টাকা ও খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, লালমনিরহাট সদর দপ্তরে বাংলা ১৩৯৫-১৪০৫ সাল পর্যন্ত ১,৪৮,১৪৯/- টাকা গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশনের নিকট পাওনা থাকায় ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া রয়েছে। সর্বোপরি মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কোন দপ্তরে ভূমি উন্নয়ন কর খাতে বকেয়া নেই।		

১১। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
০৫/১০/২০১৫
(শেলীনা আফরোজা, পিএইচডি)
সচিব